Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

দাঁতাতের বিভিন্ন পর্যায়

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট শাসন শুরু হওয়ার সময় থেকেই পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে সে ছিল চোখের বালি । কমিউনিস্ট শাসনকে পুঁজিবাদী দুনিয়া মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিস্থিতির চাপে কমিউনিস্ট রাশিয়ার সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সমঝোতা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সমঝোতা নষ্ট হয়েছিল এবং তাদের অবস্থান পরস্পর বিরোধী মেরুতে চলে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা লড়াই এর সূত্রপাত হয়েছিল এবং এই লড়াই তীব্র আকার ধারন করেছিল। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধের অবসান ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে। এই ঘটনা কে বলা হয় দাঁতাত বা বিবাদবসান।

ঠিক কখন দাঁতাত শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এটা ঠিক যে দাঁতাত হল দীর্ঘ পরিক্রমার ফসল। কোন সুনির্দিষ্ট সময়ে দাঁতাতের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। ১৯২০ সালে লেনিন সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে নিউইয়র্কের Chase Bank ২০ মিলিয়ন ডলার এবং মার্কিন সরকার ৬৬ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছিল। এই ঘটনাকে অনেকেই দাঁতাতের সূত্রপাত বলে মনে করেন। এই ঘটনাকে অর্থাৎ মার্কিন সাহায্য নেওয়াকে প্রকৃত দাঁতাত বলা যাবে কিনা সে নিয়ে সংশয় আছে।

অনেকের বক্তব্য প্রকৃত দাঁতাত শুরু হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুশ্চেভ এই সময় মার্কিন দেশে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং নিরস্ত্রীকরণের উপর জোর দিয়েছিলেন। রুশ প্রধান ক্রুশ্চেভ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান আইজেন- হাওয়ার মধ্যে ক্যাম্প ডেভিডে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তিতে দাঁতাত নিয়ে মত বিনিময় হয়েছিল। পারস্পরিক আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে বিবাদের অবসানের জন্য বলা হয়েছিল। এই চুক্তি ঠাণ্ডা লড়াইকে এক নতুন মাত্রা

দিয়েছিল এবং দাঁতাতের ক্ষেত্রে এক পদক্ষেপের সৃষ্টি করেছিল। শান্তি ও সমঝোতার এই স্মারককে Camp-David Sprit বলা হয়।

দাঁতাতের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিউবা সংকট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ফিদেল কাস্ত্রো বাতিস্তা সরকারকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতায় এলে মার্কিন প্রশাসন তাকে মানতে পারেনি। কিউবা সংকট ঠাণ্ডাযুদ্ধকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল। ফিদেল কাস্ত্রোকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সব ধরনের সাহায্য দিয়েছিল। স্বাভাবিক কারনে কিউবা সংকট মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে তিক্ত করেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই দুই শক্তির মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল। কিউবা সংকট দাঁতাতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এই সংকটের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুভব করেছিল পারমানবিক শক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত নয়। অন্য দিকে মার্কিনীরাও উপলব্ধি করেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের থেকে সে সব দিক দিয়ে শক্তিশালী হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে ভয় পায়না এবং যে কোন সময় তাকে সে আক্রমণ করতে পারে। যুদ্ধ শুরু হলে তা ভয়ঙ্কর আকার ধারন করবে। ফলস্বরূপ উভয় পক্ষই সমঝোতার পথে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

১৯৬৪ সালে অক্টোবর মাসে চীন প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় এবং পরের বছর মে মাসে দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণ ঘটায়। ১৯৬৭ সালে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করেছিল। এর মাধ্যমে চীন যে শ্রেষ্ঠ পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে একথা প্রমান হয়েছিল। ফ্রান্স ও পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এমনকী ভারতও পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ফলস্বরূপ এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে যে চোখ রাঙিয়ে এসেছিল তার দিন শেষ হয়ে গেছিল। পরিণতিতে দুই রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল।

১৯৬৫ – ৬৭ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকগুলি পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার বিরোধী ও পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষা বন্ধের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ১৯৬৮ সালে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল Nuclear-Non-Proliferation-Treaty বা পারমাণবিক অস্ত্র প্রসার বিরোধী চুক্তি। দাঁতাতের ক্ষেত্রে এই চুক্তি হল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রিটেন সহ অন্যান্য শক্তিকেও বলা হয়েছিল এই চুক্তিতে সামিল হওয়ার জন্য। পণ্ডিতেরা এই চুক্তির গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। এই সময়পর্বে মস্কো ও ওয়াশিংটনের গোপনে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল।

দাঁতাতের ক্ষেত্রে NATO –এর ভূমিকাও ইতিবাচক ছিল। ১৯৬৯ সাল থেকে NATO –এর সদস্যদের মধ্যে এই ধারনার জন্ম হয় যে, ইউরোপে সামরিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে হলে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে সামরিক শক্তিকে কমাতে হবে। নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বানিজ্য বৃদ্ধি করতে হবে। ইউরোপ জুড়ে শান্তির পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ এই অনুভবে এসেছিল চিরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাতার তলায় থাকা যাবে না তাদের। নিজেদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার জন্য NATO উদ্যোগ নিলে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ক্রমশ ঘনিয়ে এসেছিল।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানে বা দাঁতাতে চীন – মার্কিন সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্মরণ রাখা দরকার ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট চীনের উত্থানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানতে পারেনি। এই দুই দেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিন খারাপ খারাপ ছিল । কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন দেশের সম্পর্ক এক রেখা ধরে চলে না। চীন – মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। এই সময় নানা কারনে বিশেষত সীমান্ত নিয়ে দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্র অর্থাৎ চীন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ ছিল। এমনকি চীন মনে করেছিল আমেরিকার থেকেও সোভিয়েত রাশিয়া তার বড় শত্রু। চীন – মার্কিনের সম্পর্কের বরফ গলেছিল এই সময়। রাষ্ট্র সংঘে চীনের প্রবেশের পথে মার্কিনী বাধা অপসারিত হয়েছিল।

সত্তর দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ কে মিটিয়ে নেওয়ার নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন দাঁতাত নিয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্য আমন্ত্রন জানায়। এই ডাকে সারা দিয়ে নিক্সন মস্কো গিয়েছিলেন। এই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় Strategic-Arms-Limitation Treaty বা SALT-I চুক্তি। দাঁতাতের ইতিহাসে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। এই চুক্তিতে দুই দেশ ঘোষণা করেছিল পরিবেশকে মানব জাতির কল্যাণে রক্ষা করতে হবে। বিপজ্জনক অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুই দেশ নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রাখার কথা বলেছিল। এছাড়াও ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতির দিকেও নজর দেওয়ার কথাও ছিল এই চুক্তিতে। মহাকাশ গবেষণা, বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও দুই দেশ সহযোগিতার কথা বলেছিল। এই চুক্তির দ্বারা উভয় দেশই লাভবান হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতের সাহায্য পেয়েছিল। এই সময় সোভিয়েত অর্থনীতি নানা কারনে সংকটে ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া বানিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ সোভিয়েত রাশিয়ার ছিল। ১৯৭৩ সালে রুশ প্রধান ব্রেজনেভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন SALT-এর আলোচনা দুই দেশের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু কোন ঐক্য মতে

আসতে পারেনি। ১৯৭৩ সালে নিক্সন মস্কোয় এসেছিলেন। দুটি চুক্তি এই সময় স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নিক্সনের পদত্যাগের পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি হয়েছিল জেরাল্ড ফোর্ড। তিনি পুনরায় ব্রেজনভের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন। দুই নেতা দাঁতাতকে কার্যকর করার জন্য ইতিবাচক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই এই প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন যে দাঁতাত ছাড়া বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা আসবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছিল। বহু রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমানার পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু এই সকল পরিবর্তনের পিছনে কোন বৈধ স্বীকৃতি না বা এই কাজগুলি আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকেই সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ের আইন সম্মত স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশ গুলি এই বিষয়ে রাশিয়া কে সমর্থন করেনি। স্নায়ুযুদ্ধের সময় এ বিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি। শেষপর্যন্ত ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে হেলসি ঙ্কি শহরে ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতার উপর একটি সম্মেলন হয় , যা হেলসিঙ্কি সম্মেলন নামে পরিচিত। এই সম্মেলন চলেছিল ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৫ সালের ১লা আগস্ট একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। একমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া ইউরোপের সব দেশ এতে স্বাক্ষর করেছিল। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এতে স্বাক্ষর করেছিল।

এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেসব সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল সেগুলির কোন পরিবর্তন হবে না। ইউরোপের দেশগুলি পরস্পরকে আর্থিক, প্রযুক্তি ও মানবিক দিক দিয়ে সহযোগিতা করবে। সংবাদ ও তথ্যের আদান প্রদান হবে। সাংবাদিকরা যে কোন দেশে সংবাদ সংগ্রহ করতে যেতে পারবে। সরকার তাদেরকে বাধা দেবে না। পশ্চিম ইউরোপের সামরিক সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ইউরোপের উপর ... এর প্রভাবকে কমানোর এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত দাঁতাতকে সার্থক করার কাজে কার্যকর হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সীমানা আইনগত বৈধতা লাভ করেছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশ গুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বেড়েছিল। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ভালো হওয়ার পরিণতিতে চীন নিজেকে সংযত করতে বাধ্য করেছিল। ১৯৭৬ সালের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দাঁতাতকে সার্থক করার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী গ্রোমিকো ব্রিটেন সফর করে দাঁতাতের পথকে মসৃণ করেছিলেন। সব বিষয়ের উপর তিনি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সময় সংযমী আচরণ করেছিল। এই পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বুঝেছিল সহনশীলতার দ্বারা পরিচালিত না হলে কমিউনিস্ট শিবির দুর্বল হয়ে পড়বে। আশির দশকেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। দুই বৃহৎ শক্তি বুঝেছিল বাঁচার

একমাত্র পথ হল বিবাদের অবসান ঘটানো। এখানে মনে রাখা দরকার দুই শিবির মানবজাতির কল্যাণের জন্য দাঁতাতের পথে অগ্রসর হয়নি, বরং নিজেদের স্বার্থে তারা যুদ্ধের পথে হাঁটতে চায়নি। তাদের উপলব্ধি ছিল পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে কেউ রেহাই পাবে না। এই আতঙ্ক থেকেই বড় শক্তি গুলি দাঁতাতের পথ অনুসরণ করেছিল। যে কারণেই দাঁতাত সফল হোকনা কেন বিশ্ব ইতিহাসে এই ঘটনা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দাঁতাতে কোন পক্ষের সুবিধা হয়েছিল ? এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকের বক্তব্য দাঁতাতের পিছনে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগ ছিল অনেক বেশি। তাই দাঁতাত সফল হওয়ার ফলে সুবিধা বেশি হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার। এটা অবশ্য ঠিক যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নানা কারনে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় চাপে ছিল। সোভিয়েত শিবিরে ঐক্য বজায় ছিলনা। পূর্ব ইউরোপকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত শিবিরে ফাটল ধরেছিল এবং সোভিয়েত নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পূর্ব ইউরোপের বহু দেশ সোভিয়েত কর্তৃত্বকে মানতে রাজী ছিলনা। যেমন যুগোস্লাভিয়া। এছাড়াও পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, চেকশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশেও সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়েছিল। শুধু তাই নয় চীন সোভিয়েত বিরোধ সাম্যবাদী শিবিরে অস্বস্তির কারন ছিল। এই অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়েছিল চীন – মার্কিন সম্পর্কের উন্নয়ন। এসব কারনে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দাঁতাতকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল।

মার্কিন কূটনীতিবিদ বিউনিউ ব্রেজিনস্কি মনে করেছেন দাঁতাত মার্কিনীদের পক্ষে শুভ ছিলনা। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বিষয়টিকে যদি একটু গভীরে গিয়ে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে দাঁতাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ পূরণে সহায়ক হয়েছিল। ১৯৯০ -৯১ সালে ইরাকে মার্কিনীদের আক্রমণের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়াও পূর্ব জার্মানির ... সদস্যপদ গ্রহণ কে রাশিয়া মেনে নিয়েছিল এবং ১৯৯১ সালে ওয়ারশ চুক্তি ভেঙে দিয়েছিল এবং ... –এর অবলুপ্তি ঘোষণা করেছিল। ১৯৯৬ সালে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে নিয়েছিল । সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমিক বিলুপ্তি দাঁতাতের পরোক্ষ ফল এবং মার্কিনদের সাফল্য এতে কোনো দ্বিধা নেই।